দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 31 JAN 2012
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

স্কুলে ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেশি টাকা নেয়া কোন অপরাধ নয়

সংসদে আলোচনায় কামাল মজুমদার

□ সংসদ রিপোর্টার

স্কুলের ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেশি টাকা নেয়া কোনো অপরাধ নয় বলে মন্তব্য করেছেন মিরপুরের আওয়ামী লীগ নেতা ও ঢাকা-১৫ আসনের এমপি কামাল আহমেদ মজুমদার। একই সঙ্গে তিনি মনিপুর স্কুল নিয়ে সংবাদ প্রকাশকে জামায়াতের ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। পৃঃ ১২ কঃ ৪

স্কুলে ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, মনিপুর স্কুল ঢাকার একটি সেরা স্কুল। এই স্কুলের দুটি শাখা করা হয়েছে। স্কুলটি অভিভাবক ও আমাদের যৌথ অংশিদারিত্বে পিপিপির মাধ্যমে করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ডোনেশন নিয়ে থাকি। এতে কোনো অপরাধ করিনি। আমরা যে বেআইনিভাবে টাকা নিয়েছি, তা নিয়ে কোনো অভিভাবক অভিযোগ করেননি। যদি দুর্নীতি করে থাকি, তবে শিক্ষামন্ত্রী তার যে কোনো প্রতিনিধিকে দিয়ে তদন্ত করে দেখতে পারেন। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভির সাংবাদিক লাঞ্ছনার অভিযোগ প্রসঙ্গে কামাল আহমেদ বলেন, ওই দিন সকাল থেকে আরটিভির সাংবাদিকরা মনিপুর স্কুলের গেটে ওঁৎ পেতে ছিলেন। আরটিভির টিম স্কুলে প্রবেশ করে। এমনকি ছাত্রীদের কক্ষেও তারা ঢুকে পড়েন। শিক্ষকদের গায়ে হাত তোলেন। ছাত্রীদের লাঞ্ছনা করেন। জামায়াতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা এগুলো করেছেন। আমার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানেও এতোগুলো ক্যামেরা পাঠায় না। কিন্তু এখানে আরটিভির তিনটি ক্যামেরা কি করছিল? এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান। কামাল মজুমদার জানান, মনিপুর স্কুলে ৭০ শতাংশ জামায়াত সমর্থক শিক্ষক রয়েছেন। তিনি বলেন, সরকার একদিকে বলছে, বেশি বেশি স্কুল করুন। আর অন্যদিকে মনিপুর স্কুলের মতো ভালো স্কুলের কাজকে পুরস্কৃত না করে সমালোচনা করা হচ্ছে। এ ধরনের স্কুল দেশে আর একটিও নেই। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্কুলটির এমপিওভুক্তির দাবি জানান। এ সময় তিনি স্কুলে ১১ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ সুদে-আসলে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ কোটি টাকা হয়েছে বলেও জানান। এজন্য তিনি শিক্ষামন্ত্রীর সহায়তা কামনা করেন। তিনি বলেন, মনিপুর স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত যে ২০ হাজার টাকা নিয়েছি, তা ফেরত দেবো, যদি শিক্ষামন্ত্রী স্কুলের উন্নয়নে টাকা দেন। গত ৩ বছরে এই স্কুলের উন্নয়নের জন্য সরকার কোনো টাকা দেয়নি। স্কুলের গভর্নিং বডির প্রধানের পদে এমপির থাকাকে প্রশংসা করে তিনি বলেন, যেসব স্কুলে এই পদে এমপিরা রয়েছেন, সেখানকার স্কুল ভালো ফলাফল করছে। অন্যদিকে সচিবরা যেসব স্কুলে রয়েছেন সেসব স্কুলের ফলাফল শূন্য। এসময় তিনি মিরপুর বাংলা স্কুলের উদাহরণ দিয়ে বলেন, এই স্কুলের ফলাফলও শূন্য। কারণ, এখানকার প্রধান শিক্ষা সচিব। পুরো বক্তব্যের সময় কামাল মজুমদার বারবারই প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন।